যুগান্তর

তারিখ ... 5 JUL 2017
পৃষ্ঠা 8 ... কলাম 3

কাগুজে শিক্ষা

মু. মিজানুর রহমান মিজান

কয়েক বছর ধরে জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনই বৃদ্ধি পাচ্ছে সর্বোচ্চ মানের ফল। স্বাভাবিকভাবেই এটি আমাদের মনে অন্যরকম একটি সুখানুভূতির জন্ম দেয়। এক সময় পরীক্ষায় ফেল করা শিক্ষার্থীর তালিকা দীর্ঘ হতো, সেখানে এখন পাস তো বটেই, সর্বোচ্চ মানের ফল অর্জনকারীদের মিছিল দেখি। তবে এই ঢালাও ফলাফল নিয়ে অনেকে খুবই উদ্বিগ্ন। তাদের প্রশ্ন, শিক্ষার মান ঠিক আছে তো!

প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই প্রথম এবং প্রধান ভাবনা থাকে, শতভাগ পাসসহ সর্বোচ্চ মানের ফল অর্জন। এমন ভাবনা আপাতদৃষ্টিতে ইতিবাচক হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠার আশংকা রয়ে যায়। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি বা কোয়ালিটি শিক্ষার (Quality Education) ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে শিক্ষা প্রশাসন। গুণগত শিক্ষার চারটি স্তম্ভ চিহ্নিত করা হয়েছিল ১৯৯২ সালের ডেলর কমিশনে (Delors Commission) যথা— জানার জন্য শেখা (Learning to Know), করার জন্য শেখা (Learning to Do), মিলেমিশে থাকার জন্য শেখা (Learning to Live Together), বিকশিত হওয়ার জন্য শেখা (Learning to Be)। দেখা যাচ্ছে, কোয়ালিটি শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রথম স্তম্ভটিই কার্যকর করা যাচ্ছে না, বাকিগুলো তো পরের কথা।

সাধারণত কোনো কিছু শেখার নাম 'শিক্ষা' হলেও শিক্ষা বলতে বোঝায় অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে কর্মক্ষমতা কিংবা মানসপটের ইতিবাচক তথা প্রত্যাশিত পরিবর্তন যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর। অশুভ কোনো কিছু আত্মস্থ করার নাম শিক্ষা হতে পারে না। শুধু পরীক্ষায় ভালো ফলাফল নয়; যথাযথভাবে জানা এবং জানার পরে সে অনুযায়ী কাজ করতে পারার ক্ষমতা অর্জন, সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকতে পারার মানসিক ও বস্তুগত সক্ষমতা অর্জন, প্রয়োগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটানোই কোয়ালিটি শিক্ষা।

কোয়ালিটি শিক্ষা জনগণকে জনসম্পদে (Human Resources) রূপান্তরিত করে, কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমন যে, কাগজের মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ। প্রতিষ্ঠানগুলোর নজর শুধু ফলাফলের দিকে, জনসম্পদ তৈরিতে নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় সবার আগে মানবতা ও নীতি-নৈতিকতা চর্চায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া উচিত।

শিক্ষার্থী, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা
mrm1mizan@gmail.com